ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদ নগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

ষ্টাফ গৃহ-ঋণদান নীতিমালা

ভূমিকাঃ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম -এনডিপি একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। সম্প্রতি এটি ১৬ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এক সময় হাতে গোনা দু' চার জন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুর" করলেও সময়ের পরিসরে বর্তমানে সব মিলিয়ে সংস্থার কর্মী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯৭ জনে। এদের মধ্যে ২২৫ জন নিয়মিত এবং বাকীরা বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত রয়েছেন। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য নির্মিত হয়েছে সুবৃহৎ দ্বিতল ভবন। এছাড়াও সংস্থার রয়েছে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একাধিক শাখা অফিস। অধিকন্তু, বিশালাকার একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানাধীন রয়েছে। এ সবই সংস্থার সামর্থ প্রকাশ করে। চলতি অর্থ বছরে সংস্থার বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সংস্থা পল-ী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এছাড়াও, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থানুকূল্যে বর্তমানে সংস্থা পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ সিরাজগঞ্জ ছাড়াও আরও তিনটিজেলায় বিস্তৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তরবঙ্গে এটি একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থা প্রনীত চাকুরী বিধিমালা মোতাবেক কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধরিত হয়ে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কর্মীদের পারফরমেন্সের উপর নির্ভরশীল। সেহেতু, সংগত কারনেই কর্মীর সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর দেয়াও প্রতিষ্ঠানের একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবাসন সমস্যা এদেশের একটি বড় সমস্যা। চাকুরীজীবিরা প্রতিটি ক্ষেত্রে তা' উপলব্ধি করে থাকে। সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে সকলের জন্য আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে না। আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে এনডিপি-র মত একটি বেসরকারী সংস্থার একজন চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে চাকুরীর সঞ্চয়লব্ধ অর্থ দিয়ে গৃহ নির্মাণ করা খুবই কঠিন। এসব বিষয় বিবেচনায় এনে কর্তৃপক্ষ ষ্টাফদের জন্য সহনীয় শর্ত সাপেক্ষে আবাসন ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে একজন কর্মী শুধুমাত্র তার আবসন সুবিধা গড়তেই সক্ষম হবে না বরং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সঞ্চয়ের ভিত্তি মজবুত করতেও সক্ষম হবে। আর অন্যদিকে তার নিশ্চিত ভবিষ্যতের বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে সে অধিকতর উৎসাহে সংস্থার কর্মকান্ডে নিবেদিত হবে। এতে সংস্থার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

লক্ষ্যঃ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন নির্মাণে সহযোগিতা প্রদান করা।

যাদের জন্য প্রযোজ্যঃ সংস্থার নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ ঋণ প্রয়োজ্য হবে ।

প্রনয়ণকাল ঃ ১লা জানুয়ারী ২০০৮ খ্রী:

কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ আবাসন নির্মাণ ও আবাসন নির্মাণকল্পে জমি ক্রয়।

শর্তাবলী:

১. নিয়মিত চাকুরীজীবিদের মধ্যে যাদের চাকুরীর বয়স নূন্যতম পক্ষে ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ঋণ প্রযোজ্য হবে।

২. **ঋণের পরিমান ঃ** এক জন নিয়মিত ষ্টাফ তার চলমান মূল বেতনের সর্বচ্চ ২০ (কুড়ি) মাসের সম পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে ।

৩. **সার্ভিস চার্জের হার ঃ** গৃহ-ঋণের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জের হার হবে ৬% **(Declining balance method)** । প্রতি বছরের হিসাব মোতাবেক উক্ত সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হবে।

৪. **গৃহ-ঋণ কমিটি গঠন ঃ** গৃহ-ঋণ অনুমোদনের জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। সংস্থার কর্মসূচী সমন্বয়কারী (অবর্তমানে সহযোগি কর্মসূচি সমন্বয়কারী), ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার (মাইক্রোফাইন্যান্স) এ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন।

৫. **অর্থের উৎস ঃ** সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্বৃত্ত তহবিল, সংস্থার জেনারেল তহবিল থেকে গৃহিত ঋণ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান প্রভৃতি থেকে গৃহ-ঋণ তহবিল গঠন করা হবে।

৬. **আবেদন ও গৃহ-ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া ঃ** সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট আবেদন ফর্মে এ ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদকারীর উর্ধতন কর্মকর্তা ও গৃহ-ঋণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালক আবেদনকৃত ঋণ অনুমোদন করবেন। তবে পরিচালকের ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংস্থার নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন তা' অনুমোদন করবেন।

৭. **ঋণ প্রদান ও পরিশোধ প্রক্রিয়া ঃ**

ক) আবেদনের এক মাসের মধ্যে ঋণ প্রদানের বিষয়ে ঋণ কমিটিকে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় দিতে হবে ।

খ) অনুমোদিত ঋণ ১৫০/= টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল ষ্টাম্পের মাধ্যমে সংস্থার সাথে চুক্তি করতে হবে এবং উক্ত চুক্তিপত্র নোটারী পাবলিক কর্তৃক এভিডেভিট করাতে হবে । প্রদত্ত চুক্তি পত্রে ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ২জন স্বাক্ষী এবং এক জন প্রকৃত অবিভাবককে নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে রাখতে হবে।

গ) কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোন সময় গ্রহণকৃত ঋণ দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদের বিবরণ অফিস কর্তৃপক্ষকে দাখিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ড় গ্রহনকৃত ঋণ দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ বিক্রি বা হস্ড়ান্ড়র করা যাবে না ।

ঘ) অনুমোদিত ঋণ একাউন্ট পে চেকের মাধ্যমে একক কিস্ড়িতে প্রদান করা হবে ।

ঙ) অনুমোদিত ঋণ সর্বোচ্চ ৫ বছরে মোট ৬০টি মাসিক কিস্ড়িতে প্রদত্ত সিডিউল অনুয়ায়ী সার্ভিস চার্জ সহ পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারী ইচ্ছা করলে উলে-খিত সময়ের চেয়ে কম সময়ের জন্য ঋণের সিডিউল গ্রহণ করতে পারেন।

চ) কোন ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহতিার মৃত্যু হলেও সেক্ষেত্রে তার উত্তোরাধীকারী বা উত্তোরাধীকারীগণকে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

ছ) সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ঋণ প্রদানে বাধ্য নহে । কেবলমাত্র তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে এ ঋণ প্রদান করা যাবে ।

৮. **হিসাব পরিচালনা ঃ** উক্ত ঋণ প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং প্রধান কার্যালয়ে একটি পৃথক সাবসিডিয়ারী লেজার (ঋণ গ্রহীতার নাম ভিত্তিক) থাকবে। গৃহ-ঋণ থেকে অর্জিত সার্ভিস চার্জ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আয় হিসাবে পরিগনিত হবে।

এ নীতিমালার কোন ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা থাকলে অথবা কোন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যাই চুড়ান্ড়ই বলে গণ্য হবে ।